সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা
(Problems and Prospects of Social Wrok Profession)

ইউনিট 11

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উন্নত দেশে শিল্পবিপ্লব ও যান্ত্রিক যুগের সূচনার ফলে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়। শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য উন্নত দেশের অনুসরণে পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সূচনা এবং ষাটের দশকে এর সম্প্রসারন ঘটে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলেও এখনো বাংলাদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, শ্রমকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগত সংগঠনের অভাব, দেশজ শিক্ষা উকরণের সীমাবদ্ধতা, জনসচেতনার অভাব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাবে সমাজকর্ম পেশা এদেশে যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি পর্যায়ে সীমিত পরিসরে হলেও সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সমাজকর্ম পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনের নিমিত্তে BCSWE এর মতো সংগঠন তৎপর রয়েছে। অদূর ভবিষ্যত বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ ও গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১১.১ : বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশের পর্যায়
পাঠ- ১১.২ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস
পাঠ- ১১.৩ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র
পাঠ- ১১.৪ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ
পাঠ- ১১.৫ : বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা
পাঠ- ১১.৬ : বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা
পাঠ- ১১.৭ : বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

পাঠ-১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ (The Development of Social Work Knowledge in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

১১.১ বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশ

শিল্পবিপ্লবের পর উদ্ভূত জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সর্বপ্রথম ইউরোপ ও আমেরিকায় সমাজকর্ম পেশার উন্মেষ ঘটে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বর্তমানে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের উন্মেষ ঘটে। আজও এদেশে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও সমাজকর্মের দেশজ জ্ঞানভাণ্ডার বিকাশের পেক্ষাপটে রয়েছে।

জাতিসংঘের সুপারিশ ও সহায়তায় সমাজকর্ম বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সমাজজীবন ও সমাজ কাঠামোতে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। কেননা দেশ বিভাগের পর বহু মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। একদিকে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত আর্থ-সামাজিক সমস্যা, অন্যদিকে আগত মুহাজির পুনর্বাসন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে ড. জেমস আর ডাম্পসন (Dr. James R. Dumpson) এর নেতৃত্বে জাতিসংঘের কার্যকর সাহায্য কর্মসূচির (technical assistance programme) ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসেন। বিশেষজ্ঞ দলটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করে। বিশেষজ্ঞ দল জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে এদেশে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন ও সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীন 'প্রশিক্ষণ কোর্স' প্রবর্তন করা হয়। এই কোর্স প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। জাতিসংঘের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প নামে পরীক্ষামূলক একটি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সমাজকর্ম বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার দেশে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (College of Social Welfare and Research Center) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র হতে ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে এম.এ. কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক সূচনা হয়। শুরুর দিকে দু'বছর মেয়াদী এম.এ. কোর্স চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষা বছর থেকে স্নাতক সম্মান পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। এরপর ১৯৭৩ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় 'সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট', যা ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (International Association of Schools of Social work) এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত । বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট থেকে সমাজকল্যাণে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক, ভিকটিমোলজি, জেরনটলজী ও ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিলেশনের উপর এই ইনস্টিটিউট বিশেষ স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে "সমাজকর্ম কলেজ" (বর্তমানে সমাজকর্ম বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করা হয়। এরপর ১৯৬৭ সালে কলেজটিতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে সমাজকর্ম বিভাগ হিসেবে কলেজটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আত্মীকরণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়। একই সাথে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। অতি সম্প্রতি ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়েছে। সমাজকর্ম শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৮ সাল থেকে সরকারি ও বেসরকারি কলেজে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাজকল্যাণ বিষয়কে সমাজকর্ম নামকরণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সাল থেকে দেশের সকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়টির নাম সমাজকল্যাণ এর পরিবর্তে সমাজকর্ম করা হয়েছে, যা এদেশে সমাজকর্ম জ্ঞান বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যমান পাঠ্যক্রম আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বেশ কিছু বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু আছে। আশা করা যায় যে, এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সমাজসেবা বিভাগে সমাজসেবা কর্মকর্তা নিয়োগে কেবল সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ধারীরাই যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে এটি বাতিল করে সকল বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যার ফলে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে মন্থর গতি আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু এনজিওতে সমাজকর্ম অনুশীলন হচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারে কাউন্সিল অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (CSWE) এর আদলে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোশ্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন (BCSWE) গঠন করা হয়েছে। BCSWE বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ও অনুশীলনের মানোন্নয়ন ও পেশাগত স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে NASW, IASSW এবং APASWE এর মতো আন্তর্জাতিক পেশাগত সংগঠনসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাপ্টার এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চ্যাপ্টারে নিয়মিত কর্মশালা ও জার্নাল প্রকাশ করছে, যা বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সমাজকর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয় দেশ বিভাগের পর জাতিসংঘের সহযোগিতায় ১৯৫৩ সালে ভারত থেকে আগত মুহাজিদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য। জাতিসংঘের বিশেষ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালে তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৯৫৪ সালে ঢাকা প্রজেক্টের মাধ্যমে এই অগ্রযাত্রার শুরু হয়। পেশাদার সমাজকর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫-৫৬ অর্থ বছরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা অগ্রযাত্রার অগ্রদূত হিসেবে ১৯৫৮ সালে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বর্তমানে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪-৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৯৩ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেটে, ১৯৯৩ সালে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত কলেজে এবং ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। বর্তমানে সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন হিসেবে BCSWE প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে কবে?

ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৩ সালে

গ) ১৯৪৭ সালে ঘ) ১৯৪৮ সালে

২। বাংলাদেশে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

ক) ১৯৫৭ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি খ) ১৯৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি

গ) ১৯৫৭ সালের ২০ মার্চ ঘ) ১৯৫৮ সালের ২০ মার্চ

পাঠ-১১.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস (History of Professional Social Work Practice in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.২ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয় দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। দেশ বিভাগের পর ব্যাপক সংখ্যক মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য তৎকালীন সরকার ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আবেদন জানায়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আসেন। বিশেষজ্ঞ দল সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং জরিপ কার্য পরিচালনা ও বিশ্লেষণ করে এদেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে পেশাদার সমাজকর্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকর্মের উপর স্বল্পকালীন (তিন মাসের) প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উপর ভিত্তি করে সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলনের জন্য ১৯৫৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা প্রজেক্ট নামে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। বাংলাদেশে মূলত পেশাদার সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলনের সূচনা হয় শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project-UCDP) চালুর মধ্য দিয়ে। পরবর্তীতে ঢাকা প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ঢাকার গোপীবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এরপর ১৯৫৯-৬০ সালে বিভাগীয় শহরসহ মোট বারটি শহরে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে যা শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সকল পৌর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতিসংঘ ও রেডক্রসের সহায়তায় ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। এরপর ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, মিটফোর্ড এবং বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম অনুশীলন শুরু হয়। বর্তমানে দেশের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালসহ মোট ৯০টি হাসপাতালে হাসপাতাল সমাজসেবা নামে কর্মসূচিটি চালু রয়েছে। এদেশে ১৯৬৩ সাথে আন্তঃসার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৬৯ সালে আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রামের মুসলিম হাইস্কুলে বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work) চালু করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপরিশের ভিত্তিতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কর্মসুচি বন্ধ করে দেয়া হয়।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে "গ্রামীণ সমাজসেবা" (Rural Social Services-RSS) নামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ পল্লী এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় কর্মসূচিটি চালু রয়েছে। সমাজকর্ম বিকাশের ধারায় এদেশে শিশুকল্যাণ, প্রবেশন, প্যারোল, আফটার কেয়ার সার্ভিস, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু হয়। বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার নামে পদ সৃষ্টি করা হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ও অনুশীলন বিস্তৃতি লাভ করছে।

সারসংক্ষেপ

ঢাকা প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন শুরু হয়, যা বর্তমানে শহর সমাজসেবা USS নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সমগ্র পৌর এলাকায় চালু রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাত্রা শুরু হয় ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যা বর্তমানে ৯০টি হাসপাতালে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' নামে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয় সমাজকর্ম চালু হলেও তা ১৯৮৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) চালু হয়, যা বর্তমানে সমগ্র দেশের সকল উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া শিশুকল্যাণ, সংশোধনমূলক কর্যক্রম, প্রতিবন্ধীকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশে বিদ্যালয় সমাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় কত সালে?

ক) ১৯৬৩ সালে খ) ১৯৬৯ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৫ সালে

২। বর্তমানে "হাসপাতাল সমাজসেবা" কর্মসূচি চালু রয়েছে কতটি হাসপাতালে?

ক) ৯০টি খ) ৯১টি
গ) ৮৮টি ঘ) ৮৯টি

পাঠ-১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র (Possible Fields of Applying Social Work in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র সমন্ধে জানতে পারতেন।

১১.৩ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র

উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। সেখানে লাইসেন্সধারী ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকেন। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ধীরগতিতে হলেও প্রসার লাভ করছে। শিল্পায়ন ও শাহরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা যেমন– পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, বস্তি ও গৃহায়ন সমস্যা, সামাজিক বন্ধনে শিথিলতা, বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতাসহ অন্যান্য সমস্যা কার্যকর সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান ও পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উপযোগী। তাই বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য কবলিত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানবপাচার, নারী ও শিশু নির্যাতন, পরিবেশ দূষণসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ (social betterment) আনয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সমাজকর্মের সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন :** বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয় মূলত শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (UCDP) এর মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে। এটি বর্তমানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নামে ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে সারা দেশের পৌর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা শহর এলাকার বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য কাজ করছে। অন্যদিকে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি (RSS) চালু রয়েছে। এটি দেশের সকল উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শহর ও গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল ও পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. **বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম :** বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, পড়ালেখার প্রতি বিমুখতা, বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারাসহ বিবিধ সমস্যা লক্ষণীয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া প্রতিরোধ, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করা তথা শিক্ষার্থী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকার

আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চট্টগ্রামের মুসলিম হাই স্কুলে চালু করা হলেও তা ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটির সুপারিশ বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে ইউসেপ, ব্র্যাকের মতো কিছু এনজিও বিদ্যালয় সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে। বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে সমাজকর্ম প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৩. **সংশোধনমূলক কার্যক্রম :** অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমষ্টিভিত্তিক সেবা কর্মসূচি চালু রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক সেবা কর্মসূচির মধ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দী কয়েদীদের প্রশিক্ষণ, কাউন্সিলিং ও মটিভেশন কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিকসেবা কর্মসূচির মধ্যে প্রবেশন, আফটার কেয়ার সার্ভিস ও প্যারোল রয়েছে। প্রতিকারমূলক এই সব সর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ব্যক্তি সমাজকর্মী ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার নামে পদ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমাজকর্মে ডিগ্রিধারীদের নিয়োগের সুযোগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. **চিকিৎসা ক্ষেত্রে :** বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্মীর জ্ঞান প্রয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশে ১৯৫৬ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালুর মধ্য দিয়ে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাত্রা শুরু হয় যা বর্তমানে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নামে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ৯০টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল, দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন সম্ভবপর। চিকিৎসা ক্ষেত্রে টীম ওয়ার্ক অ্যাপ্রোচের (team work approach) মাধ্যমে কাজ করা হয়ে থাকে যা বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে কার্যকর ফল বয়ে আনতে সক্ষম।

৫. **পরিবারকল্যাণ :** পরিবার সমাজের আদিম প্রতিষ্ঠান। পরিবারেই শিশু জন্ম গ্রহণ করে। পরিবারে সঠিক দিকনির্দেশনা, সচেতনতা ও নেতৃত্বের অভাবে পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিরা অনেক সময় যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে পরিবারের সদস্যরা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মতো দেশে পরিবার কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি যেমন– পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, পারিবারিক ও দাম্পত্যকলহ প্রতিরোধে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

৬. **শিশুকল্যাণ :** শিশুকল্যাণের নিমিত্ত গৃহীত কর্মসূচির সফলতা আনয়নে সমাজকর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। পুষ্টি কার্যক্রম, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু যত্ন, মা ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, শিশু সুরক্ষা, শিশু নির্যাতন রোধ, শিশু বঞ্চনা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে সমাজকর্মীরা যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশে শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, দিবাকলীন শিশু যত্ন কেন্দ্র, দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, সেফ হোম, প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে পরিচালিত কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. **নারীকল্যাণ :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে নারী। নারীরা বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। নারীর অনগ্রসরতা, অসচেতনতা ও কুসংস্কার দূর করে সচেতন, দায়িত্বশীল, উপার্জনক্ষম করে নারী ক্ষমতায়ন তথা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম জ্ঞান অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সেফ হোম, পল্লী মাতৃ কেন্দ্র, দুঃস্থ মহিলা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, এসিড দগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীর পুনর্বাসন কর্মসূচিসহ নারী কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৮. **যুবকল্যাণ :** যুবকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, দৈহিক, মানসিক, নৈতিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি বা কার্যক্রম নেয়া হয় তাই যুবকল্যাণ। বাংলাদেশের যুবকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই বেকার। বাংলাদেশের যুবসমাজের জন্য গৃহীত কর্মমুখী ও গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের বিকল্প নেই বললেই চলে। বিশেষ করে বিপথগামী, হতাশাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত যুবসমাজের জন্য সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ অধিক ফলপ্রসূ। সমাজকর্মের নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল ও পদ্ধতির আলোকে যুবসমাজকে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল তথা মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

৯. **প্রবীণকল্যাণ :** শিল্পসমাজে পারিবারিক বন্ধন শিথিল, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ, নতুন প্রজন্মের সাথে সামঞ্জস্যবিধানসহ তাদের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাংলাদেশে প্রবীণকল্যাণে গৃহীত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিসহ শান্তি নিবাসগুলোতে

সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য মোট ৬টি শান্তি নিবাস আছে। এ নিবাসগুলোতে সমাজকর্ম অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. **প্রতিবন্ধীকল্যাণ :** বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ প্রতিবন্ধী। জন্মগত, দুর্ঘটনাজনিত ও অপুষ্টিসহ বিভিন্ন কারণে দিন দিন প্রতিবন্ধীর সংখ্যার বেড়েই চলছে। প্রতিবন্ধীদের পরিবার ও সমাজের বোঝা না ভেবে সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়, জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কর্মসূচি যেখানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

১১. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :** বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সফলতা নিশ্চত করা সম্ভবপর। বয়স্ক ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি সংক্রান্ত সমাজসেবা কর্মসূচিসহ সামাজিক বীমা ও সামাজিক সাহায্য কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১২. **শ্রমকল্যাণ :** শ্রমজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কর্ম পরিবেশের মানন্নোয়নে গৃহীত কার্যক্রমে সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক-কর্মচারিদের মধ্যে শ্রম অসন্তোষ, নিরাপত্তাহীনতা, মালিক-শ্রমিকদ্বন্দসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসন করে শ্রমিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া শ্রমিক কর্মচারিদের মধ্যে গঠনমূলক শিক্ষা, চিত্তবিনোদন, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান, সামাজিক শিক্ষা প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত জ্ঞান দান ও পেশাগত কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও সমাজকর্মীরা সচেষ্ট হতে পারে।

উপরিউক্ত প্রয়োগক্ষেত্রগুলোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক সমস্যা, মাদকাসক্তি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধসহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া বর্তমানে দেশের পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলা, এইচআইভি/এইডস, আর্সেনিক সমস্যাসহ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ সুফল বয়ে আনতে পারে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়ন ও শহরায়নজনিত জটিল ও বহুমুখী সমস্যার কার্যকর সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বহুমুখী হতে পারে। এদেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাজর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। শিশু, নারী, প্রবীণ, শ্রম ও যুবকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে। তাই সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্রগুলো বিস্তৃত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. বাংলাদেশে প্রথম কোন ক্ষেত্রে সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়?

ক) গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন খ) শহর সমষ্টি উন্নয়ন

গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে

২. বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার নামে পদ রয়েছে?

ক) কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে খ) মাদকাসক্তি নিরময় কেন্দ্রে

গ) শহর সমষ্টি কার্যক্রমে ঘ) গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমে

পাঠ-১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে সমস্যাসমূহ (Problems in the Development of Social Work Profession in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৪ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন রকম আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের অনুশীলন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে পশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশ ঘটে। এরপর থেকে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও মৌলিক চাহিদা অপুরণজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী মোকাবিলায় পেশাদার সমাজকর্মের নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের দেশজকরণ এখনো সম্ভব হয়নি। এদেশে সমাজকর্ম পেশার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য অর্জন করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে আজও পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো হলো :

১. বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রতি মানুষের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস সমাজকর্ম পেশা বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্ম এ দুটো বিষয়কে আলাদা করে না দেখার ফলে এখনো অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে।

২. যেকোনো পেশার বিকাশে পেশাগত সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে CSWE এর মতো কোনো শক্তিশালী পেশাগত সংগঠন না থাকায় সমাজকর্ম পেশা হিসেবে আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদেশে বাংলদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে (বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তর) সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সমাজকর্মে/সমাজকল্যাণে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ায় সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ বাধ্যগ্রস্ত হয়। বার কাউন্সিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মতো পেশাগত সংগঠন না থাকায় বাংলাদেশের সমাজকর্মের বিকাশ মন্থর প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালে BCSWE প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ সংগঠনটি সীমিত পরিসরে হলেও সমাজকর্ম শিক্ষায় মানোন্নয়ন ও পেশাদার সমাজকর্মের অনুশীলন সম্প্রসারণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম শিক্ষার দেশীয় উপকরণের (indegenious material) অভাব অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। এদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে দেশজ উপকরণে সর্বস্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং সামঞ্জস্য বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষার মুখপাত্র হিসেবে নিয়মিত সমাজকর্ম শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বই ও সাময়িকী প্রকাশের উদ্যোগ অত্যাবশ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে The Journal of Social Development প্রকাশিত হলেও তা সমাজকর্ম পেশার বিকাশ এবং সমাজকর্ম শিক্ষার দেশজ উপকরণ প্রস্তুতে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না বললেই চলে। BCSWE থেকে বর্তমানে 'Bangladesh Journal of Social Work' নামে একটি জার্নাল নিয়মিত ভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৪. উন্নত বিশ্বে প্রতিনিয়তই সমাজকর্ম শিক্ষার উপকরণ যেমন– পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও সময়োপযোগী হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পাশ্চাত্যের পুরাতন শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। যার ফলে আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অভাব এদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্মত সমাজকর্ম পেশা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

৫. বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠন সক্রিয় না থাকায় দেশীয় প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানে অনুকরণীয় পেশাগত মানদণ্ড ও মূল্যবোধ নির্ধারণে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না। বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনে পাশ্চাত্যে প্রচলিত সমাজকর্ম মূল্যবোধ ও নীতিমালা অনুসারণ করা হয় যা অনেকক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রযোজ্য নয়।

৬. উন্নত বিশ্বে সমাজকর্মীরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে থাকে। বাংলাদেশে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু না থাকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৭. উন্নত বিশ্বে ফিল্ডওয়ার্কের সময়সীমা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চীনে আটশত ঘণ্টা, কিন্তু আমাদের দেশে চারশত আশি ঘন্টা, যা প্রায় কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়া ফিল্ডওয়ার্কের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বহিঃতত্ত্বাবধায়কগণ সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী না হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাদার সমাজর্মের বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ সীমিত হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে যাথাযথভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায় না।

৮. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশ না হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নামকরণ নিয়ে দোদুল্যমানতা বিশেষভাবে দায়ী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের নাম সমাজকল্যাণ কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম হওয়াতে তা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজ ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে প্রায়শ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে। আবার অনেকে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মকে আলাদা না করে একই কাতারে বিবেচনা করে। কখনো কখনো সমাজকর্মকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা অথবা সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানকে একই বিষয় হিসেবে মনে করেন। ফলে এদেশে সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে দাঁড় করানো চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্পষ্ট ধারণা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

৯. বাংলাদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু আছে সেগুলোর সাথে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতার দরুন সমাজকর্মের বাস্তব উপযোগিতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভবপর হবে না, যা সমাজকর্ম পেশার বিকাশে বাধাস্বরূপ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগোপযোগিতা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র শিক্ষা উপকরণ, গতিশীল পেশাগত সংগঠনের যথাযথ তৎপরতার অভাবসহ রাষ্ট্রনীতিতে সমাজকর্মীদের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ ও সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় সমাজকর্ম পেশার বিকাশ ও সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বাস্তব প্রয়োগোপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও দেশজ শিক্ষা উপকরণের অভাব, সচেতনতার অভাব, সমন্বয়ের অভাব, গতিশীল পেশাগত সংগঠনের অভাব, পেশাগত স্বীকৃতির অভাবসহ রাষ্ট্রনীতিতে সমাজকর্মীদের ক্ষমতায়নের অভাবে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি?

ক) পেশাগত সংগঠনের অভাব খ) দেশজ শিক্ষা উপকরণের অভাব

গ) জনসচেতনতার অভাব ঘ) সমন্বয়হীনতা

২. কার নির্দেশে তৎকালীন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে সমাজকর্মে/সমাজকল্যাণে ডিগ্রিধারীদের জন্য সমাজসেবা কর্মকর্তা পদটি সংরক্ষিত করা হয়?

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

গ) রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ ঘ) জননেত্রী শেখ হাসিনা

পাঠ-১১.৫ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনা (Prospects of Social Work Education in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.৫ বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের পেশাগত গুরুত্ব অপরিসীম। পাকিস্তান আমালে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ঘটে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশে ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে তথা আজকের বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিনমাসব্যাপী স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের সফলতার পর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীদের জন্য নয় মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। অতঃপর ১৯৫৫-৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। ১৯৫৮ সালে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয় যা সমাজকর্ম বিষয়ে দেশের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউট সমাজকল্যাণে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল, পিএইচ.ডি.সহ স্পেশালাইজড মাস্টার্স প্রদান করছে। এছাড়া ৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যারয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর নাম পরিবর্তন করে সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ডিগ্রির নাম ব্যাচেলর অব সোশ্যাল ওয়ার্ক ইন সোশ্যাল সায়েন্স করা হলেও দুভার্গ্যজনক হলো সেটিকে আবার পূর্বের নামে ফিরিয়ে নেয়া হয় যা সমাজকর্ম শিক্ষা তথা পেশার বিকাশে বাধাস্বরূপ, অনাকাঙ্খিত ও অপ্রত্যাশিত।

সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৯২ সালে জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯৩ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৫ সালে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়েছে। বর্তমানে আরো কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের প্রায় ১৫০০টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পার্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও সমাজকর্ম ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের সকল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ের নামকরণ 'সমাজকল্যাণ' এর পরিবর্তে 'সমাজকর্ম' করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়েছিল। তাই এদেশে দেশজ উপকরণভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া বাংলাদেশে সরকারি ও এনজিও পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচি দেশজকরণের পাশাপাশি পাঠ্যসূচিতে CSWE এর নির্দেশনা অনুযায়ী যুগোপযোগী নতুন নতুন কোর্স সংযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। সেজন্য CSWE এর আদলে BCSWE কে গতিশীল সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাহলে এদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে দেশজ জ্ঞানের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ও টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের সম্ভাবনা বাস্তবে পরিলক্ষিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনার সাথে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের স্বক্রিয় তৎপরতা ও পেশাগত স্বীকৃতির বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার স্বীকৃতি লাভ করবে এ বিষয়ে দ্বিধা না থাকলেও সময়ের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য। আশা করা যায়, সমাজকর্মের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পেশাগত সংগঠনের সমন্বয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও তৎপরতার অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার নতুনদ্বার উন্মোচিত হবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের পেশাগত সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অপরিসীম। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদলের সুপারিশে ১৯৫৩ সালে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা ঘটে। বর্তমানে দেশের পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়েছে। বর্তমানে আরো কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের প্রায় ১৫০০টি কলেজে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও সমাজকর্ম ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চালু আছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার সম্ভাবনার সাথে সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের স্বক্রিয় তৎপরতা ও পেশাগত স্বীকৃতির বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। আশা করা যায়, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও তৎপরতার অদূর ভবিষ্যতে সমাজকর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে এদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার নতুনদ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় কবে?
   ক) ২০১৩ সালে খ) ২০১৪ সালে
   গ) ২০১৫ সালে ঘ) ২০১৬ সালে

২. কলেজ অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার নামটি পরিবর্তন করে কোন নামকরণটি করা হয়?
   ক) সমাজকর্ম ও গবেষণা ইনস্টিটিউট খ) সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
   গ) সমাজকর্ম গবেষণা ইনস্টিটিউট ঘ) সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউট

পাঠ-১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা (Social Work Education in Developed Countries)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৬ বিশ্বের উন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

প্রাচীনকালে দানশীলতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা চালানো হতো, যা মূলত বস্তুগত সহায়তার মাধ্যমে সমস্যার সাময়িক সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজে উদ্ভূত বহুমুখী ও জটিল সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানে আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। সমাজকর্ম পেশার বিকাশে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি। সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ইংল্যান্ডে হলেও পেশাগত মযার্দা প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম আমেরিকায়। আঠারো ও উনিশ শতকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা ও মনো-সামাজিক চাপ মোকাবিলার কৌশল হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯৮ সালে এবং পরবর্তীতে ইউরোপসহ সারাবিশ্বে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনের যাত্রা শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমেরিকা ও ইউরোপসহ বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্ম একটি পেশাগত ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে পঠিত ও অনুশীলিত হয়ে আসছে। সেই সময় থেকে অদ্যবধি আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজারের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। সেখানে লাইসেন্সধারী ও

রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সমাজকর্মীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করছে। অনেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্লিনিক খুলে সমাজকর্ম অনুশীলন করছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর এক তথ্যানুযায়ী বিশ্বের ৯০টি অঞ্চলে সাড়ে সাতলাখ পেশাদার সমাজকর্মী এর সদস্যভুক্ত। সমাজকর্মীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স (IFSW), জাতিসংঘের ECOSOC এবং UNICEF এর বিশেষ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা যেমন– WHO, ILO, Commonwealth Organisation for Social Work (COSW), Amnesty International সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে সমাজকর্মীরা কাজ করছে। নিম্নে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্য (ইংল্যান্ড), আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীনের সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

১. ইংল্যান্ডে সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাসই বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মের ইতিহাস হিসেবে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডেই মূলত সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ইংল্যান্ডের দান সংগঠন সমিতির (COS) দর্শনের উপর ভিত্তি করে Fabian Society এবং Seltlement Movement দারিদ্র্য সমপর্কিত 'School of Economics' প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৩ সালে London School of Economics এর অন্তর্ভুক্ত হয়। লিভারপুলে School of Social Science প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে। এটি ১৯১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডের ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কোর্স চালু রয়েছে। চিকিৎসা সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য Institute of Almoners প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয় ১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে। পরবর্তীতে এগুলোর আওতায় সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক, প্রবেশন সেবা, শিশুকল্যাণ সেবা, ফ্যামেলী সোশ্যাল ওয়ার্ক এর উপর প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের সামাজিক নিরাপত্তায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নে বিভারিজ রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা আইন-১৯৪৬, জাতীয় বীমা আইন-১৯৪৬ এবং শিশু আইন-১৯৪৮ সমাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে। এসব আইনের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালে চিকিৎসা সেবার উপর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল, ১৯৬২ সালে সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ কাউন্সিল এবং ১৯৬৩ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়। স্থানীয় সমাজসেবা আইন, ১৯৭০ অনুসারে সমাজকর্ম শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণের কাঠামো তৈরি করা হয়। এই আইন অনুসারে Seebohn Committee স্বাস্থ্য ও শিশুকল্যাণ বিভাগকে সমন্বিত করে সমাজসেবা দপ্তরের অধীনে সমাজসেবা বিভাগ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। যার ফলে ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডে পেশাদার সমাজকর্মীদের কাজ করার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউন্সিলের আওতায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকায় বয়স্ক সেবা, পারিবারিক পরামর্শ কেন্দ্র ও অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ এর দশকে ইংল্যান্ডে সরকারি উদ্যোগে সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবাকে আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে তিনটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলো হলো ১৯৮৩ সালের মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ১৯৮৯ সালের শিশু আইন এবং ১৯৯০ সালের স্বাস্থ্য ও সমষ্টি সেবা আইন। এসব আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন সূচীত হয় যা সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

২. আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ডের সমাজসেবার উপর ভিত্তি করে আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয়। আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরে। আধুনিক সমাজকর্মের জ্ঞান ও শিক্ষা বিকাশে আমেরিকার অবদান অনস্বীকার্য। দান সংগঠন সমিতি ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্কে School of Philanthropy প্রতিষ্ঠা করে। সমাজকর্ম শিক্ষার প্রবর্তনে সর্বপ্রথম এনা এল. ডয়েস (Anna L. Dawes) ১৮৯০ সালে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত International Congress of Charities Correction and Philanthropy সম্মেলনে সমাজসেবায় পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ম্যারী ই. রিচমন্ড (Mary E. Richmond) ১৮৯৭ সালে সমাজসেবায় সর্বপ্রথম ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য Traninng School for Applied Philanthropy স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৮৯৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে সমাজকর্মের ওপর এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা

হয়। আমেরিকায় এ কোর্সের মাধ্যমে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ১৮৯১ সালে Charities Review নামে একটি প্রত্রিকা প্রকাশ করা হয়। আমেরিকাতে ১৯০৪ সাল থেকে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এই সময় থেকে অর্থাৎ ১৯০৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে ১৫টি সমাজকর্মভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ১৯১৯ সালে সমস্ত স্কুলের সমন্বয়ে Association of Training School for Professional Social Work গড়ে ওঠে। সমাজকর্মভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান উন্নতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২৭ সালে American Association of School Social Work (AASSW) প্রতিষ্ঠিত হয়। AASSW এর উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু করা হয়। এ সময়ে দু'বছর মেয়াদি মাষ্টার্স কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৯৪৬ সালে National Council on Social Work Education গঠন করা হয়। CSWE এর সাথে সমাজকর্ম শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য ১৯৫২ সালে National Association of School of Social Administnation (NASSA) গঠিত হয়। আমেরিকায় সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাসে CSWE এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এটি আমেরিকার সমাজকর্ম শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সংগঠন। CSWE সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা, নতুন নতুন সমাজকর্ম কর্মসূচি প্রবর্তন, প্রচলিত সমাজকর্ম কর্মসূচি মূল্যায়ন, সমাজকর্ম শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রকাশ ও বিতরণ এবং সমাজকর্ম কর্মসূচি উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। CSWE কে এক্ষেত্রে সহায়তা করে আমেরিকার শিক্ষা দপ্তর এবং The Council on Post-Secondary Accreditation (COPA)। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি Post-Secondary Education Organization নামে কাজ করে। তবে ১৯৭০ সালের পূর্বে সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে অবদান রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে CSWE এর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে স্নাতক, স্নাতাকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। আমেরিকার CSWE সারাবিশ্বে সমাজকর্ম শিক্ষার মানোন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিবেচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পেশাদার বিষয় হিসেবে সমাজকর্ম বিষয়ে পাঠদানের জন্য CSWE এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সমাজকর্মের সর্ববৃহৎ পেশাগত সংগঠন হচ্ছে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) যা ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সারা বিশ্বে পেশার সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে।

৩. অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পরই অস্ট্রেলিয়াতে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। আস্ট্রেলিয়াতে ১৯২৯ সালে প্রথম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উপর প্রশিক্ষণ কার্য পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৩ সালে মেলাবোর্নে এবং ১৯৩৬ সালে অ্যাডিলিডে দুই বছর মেয়াদি স্নাতক পূর্ব ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। সারাদেশে সমাজকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে Australian Association of Social Worker (AASW) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে ১৯৫৭ সালের Mury Report গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ফেডারেল সরকারের আর্থিক সাহায্য, রাজ্য সরকারের মঞ্জুরী এবং অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১৯৬৪-৬৫ সালে Mury Report বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাব-গ্রাজুয়েট কোর্সসমূহ বাদ দেয়ার পরামর্শ দেয়। ফলে এক দশকে অস্ট্রেলিয়াতে সমাজকর্ম স্কুলের সংখ্যা ৪টি থেকে ১৩টি উন্নীত হয়। অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিশেষ আর্থিক সহায়তায় ১৯৬০এর দশকের শেষের দিকে এবং ৭০এর দশকের প্রথম দিকে মেলবোর্নে তিনটি নতুন সমাজকর্ম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ১৯৭৪ সালে সরকার সমাজকর্মে স্নাতকোত্তর কোর্সকে উৎসাহিত করার জন্য ৩০টি স্নাতকোত্তর সমাজকর্ম পুরস্কার (Post Graduate Social Work Award) প্রদান করে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৮০ এর দশকে সমাজকর্মের শিক্ষকরা Australian Association for Social Work Education (AASWE) এ অংশগ্রহণ করেন। AASWE ১৯৮৯ সালে Australian Association for Social Work and Welfare Education (AASWWE) তে রূপান্তরিত হয়। AASWWE এর একটি সাধারণ কাউন্সিল এবং দুটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিলো। স্ট্যাডিং কমিটির একটি ছিল সমাজকর্ম শিক্ষার জন্য (for social work education) এবং অন্যটি ছিল কল্যাণকর্ম শিক্ষার জন্য (for wellfare work education)।

এছাড়াও ১৯৭৫ সালে সমাজকর্ম স্কুলের প্রধানগণ (heads) মিলে আরেকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম বিষয়ে যে সমস্ত কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো এমন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা যারা যে কোনো বিষয় বা পরিস্থিতিকে জটিল বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ারকার্স এর তথ্যানুযায়ী ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এ্যাক্রিডিটেড কোর্স চালু রয়েছে।

৪. জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষা

জাপানে ১৯২০ সালে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে এ পেশার বিকাশ, প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে আমেরিকা সরকার জাপানে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালে জাপানের কিয়োটোতে (Kyoto) অবস্থিত Doshisha University-তে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম শিক্ষায় মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়। জাপানে জাপানিজ এ্যাসোসিয়েশন অব স্কুলস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (JASSW) ১৯৫৫ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে টোকিওতে জাপান কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২,৩৮,১৩০ জন শিক্ষার্থী সমাজকর্মে কোর্স সম্পন্ন করে পেশাদার সমাজকর্ম হিসেবে সার্টিফিকেট ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৫. চীনে সমাজকর্ম শিক্ষা

চীনে অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত অবাধ নীতির (open door policy) প্রভাবে সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। চীনে সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্ভব ঘটে ১৯২০ সালে। তবে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর মাও জে দং (Mao Ze Dong) সরকারিভাবে সমাজকর্ম পেশার বিলুপ্ত ঘটায়, যা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে সরকারি সহায়তায় প্রথম বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কর্মসূচি চালু করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষার স্বীকৃতি প্রদান করেন। চীনে ১৯৮৭ সালে Social Work Education Research Centre প্রতিষ্ঠা করা হয়। China Social Workers Association ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ১৯৯৪ সালে China Association of Social Work Education প্রতিষ্ঠা করা হয়। চীনের প্রাদেশিক শিক্ষা কমিটি ১৯৮৭ সালে Peking University এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম কোর্স চালু করে। চীনে প্রায় দুইশত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম বিভাগ চালু করা হয়েছে এবং ৩৪ টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম চালু আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতয়ীমান হয় যে, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসার ঘটছে। বিশ্বায়নের এই যুগে শিল্পসমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের প্রয়াসে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সমাজকর্ম একটি গতিশীল ও বহুমুখী পেশা হিসেবে দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ইংল্যান্ডে হলেও পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯২৯ সালে প্রথম সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালুর মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার যাত্রা শুরু হয়। জাপানে ও চীনে আধুনিক সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯২০ সালে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ঘটেছে লক্ষণীয় ভাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আমেরিকাতে কবে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়?

ক) ১৮৯৮ সালে খ) ১৯০৩ সালে

গ) ১৮৯৯ সালে ঘ) ১৯০৪ সালে

২। কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে Mury Report গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে?

ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র

গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) জাপান

পাঠ-১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা (Social Work Education in Developing Countries)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.৭ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে আর্থ–সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় পশ্চাত্যের উন্নত দেশের অনুকরণে সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটে। এর আগে সাধারণত ধর্মীয় অনুভূতি ও মানবপ্রেমকে কেন্দ্র করে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে সমাজসেবা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ উন্নত দেশে থেকে ভিন্ন হওয়ায় সেখানে সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা

ভারতে আধুনিক সমাজকর্মের উন্মেষ ঘটে ১৯২০ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৃষ্ট আর্থ–সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান মিশনারীরা সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভারতে আসে। আমেরিকার একটি পোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান মিশনারী সংগঠন 'American Marathi Mission' ১৯২৫ সালে বোম্বেতে সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিল। এ সময় ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ড (Clifford Manshard) নামক এক মিশনারী বোম্বেতে আগমন করেন। ক্লিফোর্ড ম্যানশার্ডকে ভারতে পেশাদার সমাজকর্ম বিকাশের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বস্তি সমস্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন তিনি পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালে বোম্বেতে প্রথম সমাজকর্ম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৪ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'Tata Institute of Social Sciences' করা হয়। এরপর ১৯৪৬ সালে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে লৌক্ষ্মতে এর দ্বিতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে Delhi School of Social Work প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে সমাজকর্ম পেশা ও শিক্ষার সম্প্রসারণে ১৯৪৭ সালে Indian Council of Social Welfare প্রতিষ্ঠা করা হয়। Tata Institute of Sciences কে ১৯৬৬ সালে Tata University তে উন্নীত করা হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে The Indian Journal of Social Work প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পত্রিকাটি ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতে সমাজকর্ম শিক্ষা

বিকাশ ও প্রসারে আমেরিকান সমাজকর্মের প্রভাব থাকায় দেশীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম গড়ে উঠেনি। এছাড়া সমাজকর্মের কার্যকরী পেশাগত সংগঠন তেমনভাবে গড়ে না উঠায় ভারতে সমাজকর্ম পেশা এখনো উদীয়মান পর্যায়ে রয়েছে।

২. শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষা

শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার বিকাশ ঘটে। শ্রীলংকায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ডরোথী মসেস (Dr. Dorathy Mosess) ১৯৫২ সালে প্রথমে ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৬৪ সালে ইনস্টিটিউটটিকে সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক। দেশটির অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'Srilanka School of Social Work' সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়নে দীর্ঘ ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রীলংকার সরকার ২০০৪ সালে সুনামির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। তবে এখনো দেশটির অধিকাংশ জনগণ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করতে অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম হচ্ছে না।

বর্তমানে দেশটির চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধীনে বিশেষ ডিগ্রি কোর্স হিসেবে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সমাজকর্মে তিন স্তরের শিক্ষা পরিচালনা করছে। স্তরগুলো হলো– সমাজকর্মে ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শ্রীলংকায় ২০০৫ সাল থেকে সমাজকর্মে স্নাতক ডিগ্রি এবং ২০০৮ সাল থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু রয়েছে। বর্তমানে Srilanka School of Social Work হতে শিক্ষার্থীরা সমাজকর্ম বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ অর্জন করলেও রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তবে আশার বিষয় হচ্ছে সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন ''Srilanka Association of Professional Social Workers'' সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য একটি Regulatory Body প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৩. দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষা

দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বপ্রথম Yonsei University-তে সমাজকর্মে Under Graduate কোর্স প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম শিক্ষার সূত্রপাত হয়। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ৪০ বছরের। দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। দেশটিতে ১৯৮০ সাল থেকে সমাজকর্মীদের জন্য লাইসেন্স প্রদান প্রথা চালু হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে সমাজকর্ম কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশটিতে সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশে Hallum University এর ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪ সালে Social Welfare School প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার' নাম পরিবর্তন করে পুনরায় 'স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্ক' করেছে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার দ্রুত বিকাশ ও প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে দেশটি সমাজকর্ম পেশার মানোন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পশ্চাত্যের উন্নত দেশের ন্যায় ভারত, শ্রীলংকা ও দক্ষিণ কোরিয়া তথা উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ ঘটছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের উন্নতদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও সমাজকর্ম শিক্ষা প্রসার লাভ করছে। ভারতে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্মেষ ঘটে ১৯২০ সালে। শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে পেশাগত সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। সেখানে Srilanka Association of Professional Social Workers সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পেশাদার সমাজকর্মীদের জন্য পেশাগত অথরিটি তথা Regulatary Body প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ৪০ বছরের। সেখানে সমাজকর্ম শিক্ষা দ্রুত বিকাশ ও প্রসার লাভ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ভারতে আধুনিক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্মেষ ঘটে কত সালে?
ক) ১৯২০ সালে খ) ১৯২১ সালে
গ) ১৯২২ সালে ঘ) ১৯২৩ সালে

২। শ্রীলংকায় ১৯৫২ সালে শ্রীলংকা ইনসিটিউট অব সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক) ড. ডরোথী খ) ড. ডাম্পসন
গ) ড. থমাস ঘ) রবার্ট মূর

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। AASW এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Asian Association of Social Service
খ) Asian Alliance of Social Service
গ) Austraian Association of Socal Workers
ঘ) Agro Ailiance of Solidarity Work

২। উদ্বাস্তুর অপর নাম কী?
ক) মুহাজির খ) আনসার
গ) স্বেচ্ছাসেবক ঘ) উদ্ধারকর্মী

৩। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীলংকায় Institute of Social Work প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ) কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়
গ) দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়

৪। দক্ষিণ কোরিয়ায় সমাজকর্ম শিক্ষার ইতিহাস কত বছরের?
ক) ২০ বছর খ) ৩২ বছর
গ) ৩৭ বছর ঘ) ৪০ বছর

৫। দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে কেন?
ক) মুহাজিরদের আগমন ঘটায় খ) হিন্দুদের আগমন ঘটায়
গ) মুসলিমদের আগমন ঘটায় ঘ) রোহিঙ্গাদের আগমন ঘটায়

৬। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের দেশে কোন ধরনের সমস্যা বিশেষভাবে লক্ষনীয়?
ক) আর্থ-সামাজিক সমস্যা খ) মনো-সামাজিক সমস্যা
গ) রাজনৈতিক সমস্যা ঘ) সাংস্কৃতিক সমস্যা

৭। Mury রিপোর্ট কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে?
ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) জাপান

৮। Post Secondary Education কোন দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার বিস্তারে অবদান রেখেছে?
i. যুক্তরাজ্য ii. যুক্তরাষ্ট্র iii. কানাডা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অনেক মুহাজিরের আগমন ঘটে। ফলে দেশে বস্তিসহ নানাবিধ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। তৎকালীন সরকার উক্ত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের আবেদন করে।

৯। উদ্দীপকের আলোকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?

ক) আর্থ-সামাজিক সমস্যা খ) মনো-সামাজিক সমস্যা

গ) রাজনৈতিক সমস্যা ঘ) সামাজিক সমস্যা

১০। জাতিসংঘ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান সরকারকে কী ধরনের সাহায্য প্রদান করে?

i. আর্থিক সাহায্য দিয়ে ii. বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে iii. পরামর্শ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সমাজসেবা অধিদপ্তরকর্তৃক পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কার্যক্রম, যা সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও ছিন্নমূল শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত কেন্দ্রে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাগত কর্মী না থাকায় সেবাপ্রদান ও কাঙ্খিত লক্ষ্যার্জন ব্যাহত হচ্ছে। কেন্দ্রটির সেবার মানোন্নয়ন ও কাঙ্খিত লক্ষ্যার্জনের জন্য সমাজকর্মী একান্ত আবশ্যক।

ক) UCDP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ) দুইটি উন্নত দেশের নাম লিখুন যেখানে সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা বিকাশের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ক্ষেত্রটি ছাড়া বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করুন। ৪

২। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সমাজকর্মে উচ্চতর ডিগ্রিধারীরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীও ডিগ্রিধারীরা সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে না। দেশ বিভাগের পর জাতিসংঘের সহযোগিতায় এদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হলেও আজ অবধি সমাজকর্ম পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি।

ক) বাংলাদেশে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কত সালে? ১

খ) সমাজকর্ম পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের তাৎপর্য কী তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উন্নত বিশ্বে সমাজকর্ম একটি পেশা হলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম এখনো পেশা নয় কেন?– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ : ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ : ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬ : ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭ : ১। ক ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১১ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ ৭। গ ৮। গ ৯। ক ১০। ঘ